গাংনীতে ফসল ও গাছ কেটে জমি দখলের অভিযোগ

জুলাই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর খাল-বিল জমিসহ নানধরনের দখলদারিত্বের কবলে সাধারণ মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ খসরু ইসলামকে হুমকি প্রদান, তার নিজ জমির গাছ-খড় ও ফসল কেটে জমি দখল করেছে কিছু দূর্বৃত্ত ভূমিদস্যু। এ বিষয়ে তিনি একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সেনা কমান্ডার যৌথ বাহিনী মেহেরপুর ব্যাটেলিয়নে।

অভিযোগ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে ২৬ নম্বর মৌজায় ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত আমার ছয় ভাই বোনসহ অপর আরো কয়েকজনের তপশীলভুক্ত জমিতে প্রায় এক লক্ষ টাকার খড় এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বনজ গাছ কেটে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এখন তারা আমাদের উক্ত জমিতে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক হুমকিও দিচ্ছে। গত ১৪-১১-২০২৪ তারিখে তারা নালিশী জমিতে জোর করে লাঙ্গল দিয়েছে। ইতিপূর্বে থানা পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অঙ্গীকার দিয়েছিল তারা আমাদের জমিতে কখনো যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে জমির দুরত্ব প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় আমাদেরকে অসহায় ও দুর্বল ভেবে জমিটা গ্রাস করার জন্য তারা উঠেপড়ে লেগেছে। জমির সাথে এই সমস্ত দখলদার দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পূর্বেও ছিল না। তাদের সাথে কোন প্রকার মামলাও নেই। অথচ তারা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জোর পূর্বক জমি দখল করতে চাই। জমির তপশীল ও পরিমাণ উল্লেখ করেন – মৌজা ২৬ নং রামনগর, খতিয়ান নম্বর আরএস ১৭২,১৭৩,৩৫২,১২৮৩, দাগ নম্বর ২৯৫৬,৩২৭১,২৯৫৮,২৯৫৬,৩১৫৮ এবং জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪.৫৯ একর, ০.০৮ একর, ০.৩৬ একর, ০. ১৮ একর।

জমিগুলো আসামিদের কবল থেকে মুক্ত করে দিতে সেনা কমান্ডার বরাবর আবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. খসরু ইসলাম।

জমির মালিক মো. হারেজ উদ্দিন পিতা মৃত হুজুর আলী সাং গাড়াডোব, থানা গাংনী, জেলা মেহেরপুর। জমির পরিমাণ ০৯.১৪ একর। হারেজ উদ্দিন ২০১৮ সলে মৃত্যুবরণ করলে ছেলে খসরু ইসলামসহ হারেজ উদ্দিনের ছয় সন্তান জমির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হন।

জমির কাগজপত্র ও দলিলাদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় – এটি ছিল মূলত বিনিময় সম্পত্তি। গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে মৃত আব্দুর রহমান এবং ওনার প্রতিপক্ষ মৃত আবু বকর কারিকর নিজেদের স্বত্ব দাবী করে আলাদা আলাদাভাবে তৎকালীন কুষ্টিয়ার ডিসি’র কাছে বিনিময় দলিল পেশ করেন। দুটি দলিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডিসি সরজমিনে তদন্ত করে আবু বকর কারিকরের দলিল বাতিল করে দেন এবং আব্দুর রহমানের দলিল গ্রহণ করেন ও এর সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৮,০৩,১৯৭৭ তারিখে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিনিময় নিশ্চিতকরণ ও সত্যতার সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ০৮,০৪ ১৯৭৭ তারিখে কুষ্টিয়া ডিসি আব্দুর রহমানের অনুকুলে রেজিস্ট্রি দলিল করে দেন। দলিল নম্বর ৩৯১১। তৎকালীন কুষ্টিয়া ডিসি কর্তৃক দলিল রেজিস্ট্রি দেন যার বিনিময় মিস কেস নম্বও ১০৫(সিএল)৬৬-৬৭।

আবু বকর কারিকর এই দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে মেহেরপুর সাব- জজ কোর্টে মামলা করেন ১৯৯৪ সালে। এ মামলায় পরাজিত হয়ে ৯৬ সালে মেহেরপুর জজকোর্টে আপীল করেন। আপীল নম্বর ১৯/১৯৯৬। ২৬/১/২০০৬ তারিখে জেলা জজ, মেহেরপুর কর্তৃক আপীলের চুড়ান্ত রায়ে আবু বকর কারিকর পরাজিত হন। পরবর্তিতে এই জমি নিয়ে আর কোন মামলা মোকদ্দমা হয়নি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব মেহেরপুরের অফিসে জমির কাগজপত্র সাবমিট করলে তিনি ২৬/৭/২০১১ তারিখে খাজনা প্রদানের আদেশ দেন। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে খাজনা আপ-টু-ডেট করা হয়। বর্তমানে ওয়ারিশগণ খারিজের জন্য অনলাইনে আবেদন খরেছেন এবং তা প্রক্রিয়াধীন আছে।

জমির মালিকের বসবাসের বাড়ি থেকে জমিটি বিশ কিলোমিটার দূরে হওয়ায় বারবার দখলকারীদের রোষানলে পড়তে হয় মালিকদের। দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট গাংনী থানায় নালিশ করলে ওসি বিষয়টি আমলে নিয়ে তাদের থানাতে হাজির হতে বলে। গত ১০/১০/২০১৮ তারিখে দখলকারী ১৭ জন থানায় হাজির হয়। উভয়ের উপস্থিতিতে আলোচনা শেষে ১৭ জন দখলকারী এই মর্মে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যে, ভবিষ্যতে আর কখনো জমির উপর যাবে না। তিন’শ টাকার স্ট্যাম্পে এই সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। এছাড়াও কোন এক সময় এই দখলকারীরা ইউএনও গাংনী বরাবর একটি আবেদন করেছিল এই জমিটি সরকারি খাসজমি তাই আমরা লিজ নিতে চাই বোলে। কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ইউএনও গাংনী জমির মালিকানা নিশ্চিত করে এবং তাদের দাবী অগ্রাহ্য করে পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০৪.০১৭.১৯-৮৮৫, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯।

কাগজ-পত্র পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় দখলদারদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারায় মামলা করেন জমির মালিক হারেজ উদ্দিন। সেই মামলাতেও ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরপুর হারেজ উদ্দিনের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। যার মামলা নম্বর- ১৯৬/১৫ (৫২/১২)। উল্লেখ্য রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এই জমি থেকে হারেজ উদ্দিন ০৭ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ আনা হচ্ছে, মামলা করা হচ্ছে তাদের সাথে এই জমির কোনোই সংশ্লিষ্টতা নেই। এদের সাথে জমি নিয়ে কোনোদিন মামলা ছিল না। এরা সম্পুর্নভাবে তৃতীয় পক্ষ যারা রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে জমিগুলো জোর দখল করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে জোর করে এই জমির উপরে একটি মসজিদও নির্মাণ করে তারা।

হারেজ উদ্দিনের ০৯.১৪ একর জমির মধ্যে থেকে কিছু জমি ক্রয় করে রামনগর গ্রামের ছবদুলের ছেলে ছাদিমান, আনোয়ার, আলতাব এবং ছহিরুদ্দিনের ছেলে শওকত। এরাও কেউ তাদের ক্রয়কৃত জমি ভোগদখল করতে পারে না।
সম্পুর্ন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দুর্বৃত্তরা হারেজ উদ্দিন ও তার উত্তরাধিকারদের নিজ নামিও জমি থেকে ফসল কাটে নেয়া গাছ কেটে নেয়া খড় কেটে নেয়া এবং অবৈধ ভাবে মসজিদ নির্মাণ করে দখলের রাজত্ব কায়েম করে চলেছে।
৫ আগস্টের পূর্বে দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বে ছিলো আওয়ামী লীগের নেতারা। পালাবদলের সাথে সাথে নেতৃত্বে এসেছে বিএনপির নেতারা। কাগজ যার জমি তার আইনে থাকলেও বার-বার সেই জমি থেকে উৎখাত করা হচ্ছে জমির মালিকদের।
রামনগর গ্রামের রহমান আলির ছেলে খলিল জমি দখলকারীদের একজন। তাকে জমি দখলের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। তার কাছে জমির বৈধ কোনো কাগজপত্র নাই বলেও জানান।

রামনগর গ্রামের সাধারণ মানুষ স্বীকার করেন জমির বৈধ মালিক হারেজ উদ্দিন। গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে দখল করেছে। হারেজ উদ্দিনের সন্তানরা অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। তাদের বারবার এই জমি নিয়ে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তারা তাদের জমি ফেরত পাক এটাই গ্রামবাসীর চাওয়া।

শুরু থেকেই চিহ্নিত ২১ জন দুর্বৃত্ত এই দখলের সাথে জড়িত।

তারা হলেন – রামনগর গ্রামের মরজেত কামারের ছেলে মান্নান, আব্দুল কাদেরের ছেলে স্বপন, আব্দুর রহমানের ছেলে খলিল, গোলাম রসুলের ছেলে আলছাব, মকলেছ আলির ছেলে আশাফুল, মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে ছালাম, আফফানের ছেলে ইন্তাজ, আফফানের ছেলে শরিফুল, মৃত আফেল কামারের ছেলে রমজান আলী, আনসার আলী আরোর ছেলে সাজেদুল ইসলাম, নাদের কামারের ছেলে সবকুল, শামছুল হকের ছেলে শিপন আলি, বক্কর আলির ছেলে সুজন আলি, মৃত মরজেত আলীর ছেলে ময়নাল, ময়নাল আলীর ছেলে ইজুল, ছব্দুল শাহর ছেলে কুরবান শাহ, মৃত চমৎকারের ছেলে মহিবুল, মৃত মল্লিক এর ছেলে আফফান, আফফানের ছেলে কুদরত আলী, আফফানের ছেলে সাইদ আলী, আফছারের ছেলে নজিমসহ আরো অনেকে।

এরা সকলেই হারেজ উদ্দিনের জমিতে আর কখনো যাবেনা বলে গাংনী থানায় মুচলেকা দেয়। হারেজ উদ্দিনকে তার জমির দখল থেকে কোনোরূপ উচ্ছেদের চেষ্টা, জুলুম, খবরদারী না করার অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে। সূত্র : ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫ ধারার নোটিশ নম্বর ১৮০/১৬।

গাংনীতে জাভেম মাসুদ মিল্টনের পক্ষে আনন্দ মিছিল ও সমাবেশ

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দেয়ায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নির্দেশনায় গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের উদ্যোগে রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শতশত নেতাকর্মী অংশ নেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী উপজেলা জাসাসের সভাপতি সেলিম রেজা, জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক

জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ইনামুল হক, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল আলীম মাস্টার, পৌর যুবদলের নেতা আব্দুল গাফ্ফার, ইমন আহম্মেদ, সজিব আহম্মেদ জনি, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক রিপন হোসেন, ছাত্রনেতা নাসিম আহমেদসহ বিভিন্ন অংগ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড় ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১ডিসেম্বর) রাত দশটার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত কাজী মার্কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়ারুল হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টের মালিক ইয়ারুল ইসলামের উপস্থাপনায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, পৌর বিএনপির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আনিসুর রহমান রিটন, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু, ম্যানেজার লিমন, উজ্জল জিন্না, খুবির, বাবুল, বাদল মামুন, হাফেজ, মাইনুল, হুজাইফা, নাসির, তুহিন, সালাম, মোজাম, জাকির, কদম, প্রমুখ।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের আয়োজনে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ার আনন্দে মিছিলের আয়োজন করে।

আজ রবিবার (০১ ডিসেম্বর) রাতে মেহেরপুর বড় বাজার বিএনপি’র কার্যালয় থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে এই আনন্দ মিছিলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি সহ বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক দূর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রের প্রাণহানি

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্রুত গতিতে মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ হারালো সজিব হোসেন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র।

সজিব হোসেন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের বর্ডারপাড়া এলাকার ফুলবাস হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় তেঁতুলবাড়িয়া ইসলামিয়া

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ রবিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ধলা-তেঁতুলবাড়িয়া সংযোগ সড়কের মাঠের মাঝখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল বলেন, নিহত সজিব হোসেন ধলা গ্রাম থেকে মেসিনের খুচরা যন্ত্রাংশ কিনে মোটরসাইকেল যোগে নিজ গ্রাম তেঁতুলবাড়িয়াতে ফিরছিলেন। গতি বেশী থাকায় দুর্ঘটনাকবলিত এলাকায় গিয়ে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃতু ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস জানান, নিহতকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি। নিহতের মরদেহ থানায় নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা প্রশাসনের সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

আজ রবিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা প্রাণীসম্পদ, অফিস ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের সহযোগিতায় এবং উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই সুলভ মূল্যের সবজি বাজার চালু করা হয়েছে।

সুলভ মূল্যের এই বাজারে পেয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ আলু ফুলকপি মুলা লাউ বেগুন সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি প্রতিদিন সুলভ মূল্য বিক্রয় করা হবে।

সুলভ মূল্যের বাজার চালুর বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বাজারের দ্রব্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সুলভ মূল্যের এই বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সরাসরি কৃষকদের সাথে সবজি ক্রয় করে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিক্রয় করা হবে। এখানে কোন মধ্যসত্যভোগি থাকবে না ফলে মানুষ সুলভ মূল্যে সবজি ক্রয় করতে পারবে। তিনি কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা আপনাদের শাক সবজি আমাদের কাছে সরাসরি ন্যায্য মূল্য বিক্রয় করেন। আমরা সেগুলো ন্যায্য মূল্যে ভক্তাদের মাঝে বিক্রয় করব এই কর্মসূচি যতদিন বাজারের দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি থাকবে ততদিন অব্যাহত থাকবে।

আমঝুপিতে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, ঝরে পড়ারোধ ও কমিউনিটির অংশ গ্রহনে সামাজিক প্লাট ফরম কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ নানা ভাবে কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়ন করে আসছে তারিধারাবাহিকতায় আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর হলরুমে আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম।

স্বাগত বক্তব্যদেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

এ ছাড়াও সমাজসেবক আব্দুর রকিব, আজগর আলী মাস্টার, গণমাধ্যম কর্মীসহ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ, আমঝুপি ইউনিয়নের ৪০ জন

মেহেরপুরে পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি পেলেন ১৯ জন

মেহেরপুরে পুলিশের কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন ১৮ জন পুরুষ এবং ১ জন নারীসহ মোট ১৯ জন।

নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিয়োগ বোর্ড।

মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রার্থীরা শারীরিক মাপ, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা- নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ১৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। ওয়েটিং লিস্টে আছেন নারীসহ ৩ জন।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) রাত ৮ টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, জামিরুল ইসলাম, ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহিদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলিমুজ্জামান।

নতুন চাকরি পাওয়া তরুণ-তরুণীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতায় বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য হতে পেরে উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত।

পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম পিপিএম বলেন, তোমাদের অনেকের যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের সীমাদ্ধতার কারণে বাছাই করে ১৯জনকে চুড়ান্ত করতে হয়েছে। তোমরা যারা এখানে সুযোগ পাওনি তারা আবারও চেষ্টা করো। পাশাপাশি অন্যান্য চাকরিতেও তোমার সুযোগ রয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডিসি ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি

মেহেরপুর শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ও মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদ থেকে অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের দাবীতে জেলা প্রশাসক ও জেলা দায়রা ও জজকোর্ট অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখা। এসময় তাঁরা মেহেরপুর কোর্টের প্রধান সড়ক বন্ধ করে দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বেলা ১২ টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করে সংগঠনের ছাত্ররা।
এর আগে গত ২০ নভেম্বর তাকে প্রত্যাহারের দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। অ্যাডভোকেট ম্সোতফিজুর রহমানকে প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনকে সময় সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা পার হওয়ায় আজ এই কর্মসূচি পালন করে তাঁরা। কর্মসূচি পালনকালে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনের সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ইমতিয়াজ আহম্মেদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব তাহসিন পাননা, যুগ্ম সদস্য সচিব সজিব হাসান, মুখ্য সংগঠক শাওন, সংগঠক আশিক রাববী, মো নাসিম রানা বাধন, শাকিরুল ইসলাম, তামিমুর রহমান তুষার, আফিফ হাসান আবির, মাহমুদুল হাসান সিয়াম, সামিউল ইসলাম, আরিফ হোসেন প্রমুখ।
কর্মসূচি পালন কালে সেনাবাহিনীর একটি টিম এসে উপস্থিত হন। পরে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক শামীম হোসেন তাঁদের কাছে আসেন এবং নতুন করে স্বারকলিপি প্রদান করার অনুরোধ জানান। বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলে ছাত্ররা তাঁদের কর্মসূচি ১০ দিনের জন্য স্থগিত করেন। বেঁধে দেওয়া সময় অতিক্রম হলে মেহেরপুর জেলাসহ দেশ ব্যাপি আন্দোলনের হুশিয়ারী দেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও মেহেরপুর জজকোর্টের শিশু ও নারী নির্যাতন আদালতের পিপি মনোনীত হওয়ার পর থেকে তাঁকে প্রত্যাহারের দাবীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মসূচি পালন ও আল্টিমেটাম প্রদান করেন।